জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতল

৪২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 18th May 1955 | ১ম সংখ্যা

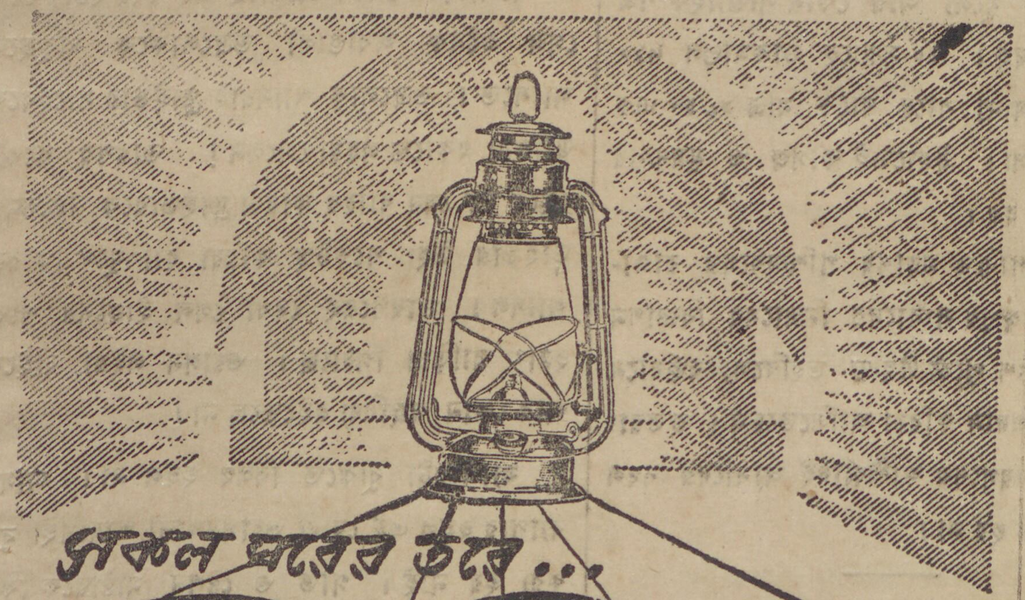

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Services

নূতন বীমার কাজে
বিপুল সাফল্য
১৯৫৪ সালে
৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই **হিন্দুস্থানের** প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি:

★ সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা ;
★ জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;
★ লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি. লিমিটেড.
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের দ্বিচত্বারিংশত্তম বর্ষ-প্রবেশ

—•—

বাংলা ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বুধবারে এই ক্ষীণকায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত প্রেস হইতে নিজে সম্পাদক, মুদ্রাকর, কম্পোজিটর, প্রেসম্যান প্রভৃতির কার্য্য একাকী সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। কাগজ-খানি প্রকাশ করার মুখ্য উদ্দেশ্য অন্যান্য জেলা এবং মহকুমার অনুকরণে জঙ্গিপুর দেওয়ানী আদালতের স্থাবর সম্পত্তি নিলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা উদরান্নের সংস্থান করা। জঙ্গিপুর সংবাদ বাহির হওয়ার পর বৎসর দেড়েকের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলার জজ সাহেব বাহাদুর উহাতে জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের নিলামের বিজ্ঞা-পন প্রকাশ করার আদেশ দেন। জঙ্গিপুর সংবাদের পূর্ব্বে মহকুমায় অন্য কোনও সংবাদপত্র ছিল না। তজ্জন্য নিলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার এবং নিলামের বিষয় জমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিবর্গের গোচরে আনার সুবিধাও ছিল না। মতলববাজ লোকেরা মামলায় অপর পক্ষকে মামলার সমন, ডিক্রীজারী, নিলাম ইস্তাহার ইত্যাদি গোপন করিয়া নিলামের দিন অন্য ক্রেতা কেহ না থাকায় নকড়া ছকড়ায় প্রজার বা সরিকের জমি ক্রয় করিয়া দখল করিত। জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর নিলামের বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ায় গোপনে গোপনে মতলব হাসিল করার ফন্দী আর খাটিত না।

ইংরাজী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শরৎ পণ্ডিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিতের হাতে কাগজের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীবিনয়কুমারের পরিচালনায় নিলামের বিজ্ঞাপন বেশ সুন্দরভাবে পরিচালিত হওয়ায় এবং প্রত্যেক দেনাদারের নামে কাগজ পাঠানোর সাক্ষাৎ প্রমাণ ডাকঘরের সার্টি-ফিকেট অব পোষ্টিং লওয়ায় সরকারের আদালতে কাগজপত্র ১২ বৎসরের পর পোড়াইয়া ফেলা সত্বেও বিচারক মুন্সেফ মহোদয় কেবলমাত্র জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়ের কাগজ দৃষ্টে সুবিচার করিবার সুবিধার কথা মামলার রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

অদ্য কাগজখানি ৪১ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৪২ বৎসরে পদার্পণ করিল।

আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আমরা যে এই একচল্লিশ বৎসর কাগজখানি চালাইতে সক্ষম হইয়াছি তাহাতে শ্রীভগবানের করুণা, গ্রাহকবর্গের উৎসাহ, বিজ্ঞাপনদাতাদের অনুকম্পা আমাদের পাথেয়রূপে না পাইলে, দুই দুইটী মহাযুদ্ধের মহার্ঘতা, কাগজের দুর্ম্মূল্যতা সত্বেও মাত্র ২৲ টাকা লইয়া এক বৎসর কাগজ দিতে সক্ষম হইতাম না। মনে হয় এক জঙ্গিপুর সংবাদ ছাড়া মাত্র ২৲ টাকা মূল্যে আর কোন সাপ্তাহিক পত্র আছে কিনা সন্দেহ। ৫০ সপ্তাহে ডাকমাশুল ৸১০ সাড়ে বারো আনা বাদে থাকে মাত্র ১৷৵১০ এক টাকা চৌদ্দ পয়সা। ইহাতেই কাগজ ও মুদ্রণব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয়।

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-পালের হস্তে জঙ্গিপুর সংবাদের নিলামের বিজ্ঞাপন প্রকাশের লভ্যাংশ পূর্ব্বে উদ্বাস্তু তহবিলে, বর্ত্তমানে যক্ষ্মা তহবিলে প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শুভকামী মহোদয়গণের আশীর্ব্বাদই আমাদের সম্বল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সচল দুর্নীতি

—•—

একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আপ-নারা সবাই জানেন যে বাংলা দেশে মার্টিন কোম্পা-নীর কয়েকটা 'লাইট রেলওয়ে' আছে। শ্যামবাজার হইতে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত এইরূপ একটি রেলওয়ে আছে—উহার নাম "বারাসত বসিরহাট লাইট রেলওয়ে।" একবার এই প্রবন্ধ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল ঐ রেলে ভ্রমণ করিবার।

বসিরহাট হইতে ট্রেন ছাড়িল। তারপর বেলেঘাটা বা অন্য কোন এক ষ্টেশনে (ষ্টেশনটির নাম মনে পড়িতেছে না) দেখা গেল, ট্রেনের সঙ্গে একটি ওয়াগন জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে। এইভাবে ওয়াগন জুড়িয়া দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ নহে। তাই ও বিষয়ে কিছু মনে করিবারও কথা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য করা গেল যে প্রায় এক ঘণ্টা হইতে চলিল তবু গাড়ী ছাড়িতেছে না।

কি ব্যাপার জানিতে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে পাওয়া গেল যে গার্ড আর ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত ইঞ্জিন ড্রাইভারের ভয়ানক তর্ক হইতেছে। ব্যাপার কি জানিতে টেন হইতে নামিয়া তাঁহাদের কাছে যাইতেই শুনিতে পাওয়া গেল যে ড্রাইভার নাকি গাড়ী লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না। ড্রাইভার বলিতেছে গাড়ী ওভারলোড—ইঞ্জিনের আর সাধ্য নেই, ইহার সঙ্গে একখানা ওয়াগন লইয়া যাইতে।

বচসা যখন চরমে উঠিয়াছে এই সময় হঠাৎ দেখা গেল জনৈক অবাঙালী ভদ্রলোককে অকুস্থলে আসিতে। ভদ্রলোক আসিয়াই ড্রাইভার সাহেবকে ডাকিয়া একান্তে লইয়া গেলেন! তারপর পকেট হইতে কি যেন বাহির করিয়া ড্রাইভারকে দিলেন। ড্রাইভার উহা পকেটস্থ করিয়া হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল। তারপরেই দেখা গেল ইঞ্জনের শক্তি হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে। ওয়াগন লইয়া যাইতে আর কোন অসুবিধা হইতেছে না।

ব্যাপারটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আসল ব্যাপার হইল এই যে ঐ ওয়াগনখানা আদপেই বুক করা হয় নাই। গার্ড ও ষ্টেশন মাষ্টারকে কিছু দক্ষিণা দিয়া প্রেরক মহোদয় ওয়াগন ভর্ত্তি মাল পাচার করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ড্রাইভার উহা বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ ভাগ আদায় করিয়া লই-লেন।

দুর্নীতি কতখানি চরমে উঠিলে যে রেল কর্ম্ম-চারীরা এতখানি বেপরোয়া হইতে সাহসী হয় তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

অবশ্য বড় রেলে এরকম প্রকাশ্য ব্যাপার হয় না। কিন্তু সেখানে যাহা অনুষ্ঠিত হয় সে আরও ভয়ানক।

যাহাই হউক, রেলের দুর্নীতির ব্যাপারে সরকার যে অবহিত হইয়াছেন ইহা আনন্দের কথা। রেল-কর্ম্মচারীরা যদি বুঝিতে পারে যে সরকার কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমনে বদ্ধপরিকর তাহা হইলে ভবিষ্যতে রেলের দুর্নীতি অনেকটা প্রশমিত হইবে ইহাতে দ্বিমত নাই।

নূতন সাপ্তাহিক

কান্দী শ্রীদুর্গা প্রেস হইতে শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় "পাঞ্চজন্য" নামে একখানি নির্দ্দলীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। আমরা উহার স্থায়িত্ব কামনা করি।

কলিকাতায় কলেরা

কলিকাতায় কলেরা রোগে মৃত্যুর হার অস্বাভাবিকভাবে বাড়িতেছে। কর্পোরেশনের হিসাব হইতে জানা গিয়াছে ১৪ই মে তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে উক্ত রোগে ৯৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

একখানি অনুরোধ পত্র

মহাশয়,

জঙ্গিপুরে বহুদিন ছিলাম। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের অনুকৃতি কবিতা বেশ ভাল লাগিত। একবার ১লা বৈশাখ তামাদি আরজি দাখিলের পর তদানীন্তন মুন্সেফ স্বর্গত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন জঙ্গিপুর তো শ্রীম্যালেরিয়ার জমিদারী তাকে দিয়ে একটা তামাদি আরজি করান দেখি। অন্যান্য ব্যারাম পীড়া তার সরিক—কাজেই সরিকান আরজি হবে। পণ্ডিত মহাশয় আরজি "জঙ্গিপুর সংবাদে" লিখে-ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়কে প্রায় মনে হয়। যদি আরজীখানার কপি থাকে পুনর্মুদ্রণ করার অনুরোধ করি। জমিদারী তো শেষ হলো। ম্যালেরিয়ার নালিশী আরজী এ সময় মন্দ হয় না।

পণ্ডিত মহাশয়ের হালের ফটো ১ খানা কাগজে দিলে আমরা তাঁর বর্ত্তমান দৈহিক অবস্থা জানতে পারি। তিনি এখন কোথায়? নমস্কার।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন গুপ্ত।

শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের

বর্ত্তমান ৭৫ বৎসর বয়সের আলোক চিত্র

(পত্র লেখকের কথামত)

বাকী খাজানার আরজী

চৌকি নিশ্চিন্তপুর ইন্‌সাফী আদালত

—০—

বাদী—ম্যালেরিয়া সিংহ বর্ম্মা,
পিতা—এনোফিলিস মশা,
জাতি—ব্যাধিক্ষত্র, নিবাস—সর্ব্বত্র,
মানব ক্ষয় ব্যবসা।

বিবাদী—কাঙ্গাল, অভাগা দিগর,
মা বাপ নাহিক কেহ,
জাতি—দীনদাস, পেষা—উপবাস,
নিবাস—দুর্ব্বল দেহ।

সরিক বিবাদী—বিসূচিকা ব্যাধি,
বসন্ত ও নিমোনিয়া,
যক্ষ্মা কাস ক্ষয়, রক্ত আমাশয়;
উপদংশ, গণোরিয়া,
অন্নবস্ত্রাভাব, ডাক্তারের চাপ,
মেয়ের বিয়ের পণ,
জলে ডুবে মরা, কেরোসিনে পোড়া,
আরও আছে কত জন

দাবি পরিমাণ—গরীবের প্রাণ,
কড়ার অধিক নয়,
বাবত খাজানা। বাদীর বর্ণনা—
নিম্নে দিনু পরিচয় :—

(১) এই আদালত এলাকাস্থিত
ডিবিজান মরাঘাটী,
পরগণে ঝিল তরফ মুস্কিল,
মৌজে বাঁশ বাঁধা পাটী।

নিম্নের লিখিত চৌহদ্দিস্থিত
স্বনামে লিখিত তার,
চৌদ্দ পোয়া জমি জীবন জমায়
বিবাদী দখলিকার।

(২) পূর্ব্বোক্ত মৌজায়, পনর আনায়
মৌরসীদার বাদী,
সরিকগণের এক আনা অংশে
স্বত্ব শুধু মেয়াদী।

বাদীর অংশের খাজানাদি সব
পৃথক আদায় হয়;
(ক) তপশীল মত বাদীর অংশের
বাকী আছে সমুদয়।

তলব তাগাদা সঙ্গতি সত্ত্বেও
নষ্টামি ক'রে বিবাদী
দিবে ব'লে ফাঁকি রাখিয়াছে বাকী
মায় সেস খাজানাদি।

(৩) আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্রে
আদায়ের প্রথা মতে,
উক্ত মৌজায় নালিশের হেতু
ঘটিয়াছে কিস্তি গতে।

(৪) সরিকগণ ও বিবাদীর কাছে
চেষ্টা করিয়া বাদী
জানিতে পারেনি সরিকের বাকী
সঠিক সংবাদাদি।

১৪৮ (ক) ধারার মতে
সরিক বিবাদিগণে
মোকাবিলা করি হুজুরাদালতে
এ নালিশ সে কারণে।

(৫) বাদীর প্রার্থনা :—(ক) বাদীর খাজানা
ডিক্রী হয় সুবিচারে,
মুলতবী কালের সুদসহ যেন
উক্ত ধারা অনুসারে।

(খ) মোকাবিলাগণ বাদী হ'য়ে যদি
হিসাব দাখিল করে,
অতিরিক্ত কোর্টফি দিতে রাজি বাদী
সংশোধিত দাবি ধ'রে।

(গ) সম্পূর্ণ খরচার ডিক্রী পাইতে
বাদী হন হকদার,
আইন ইকুইটী মতে যেন পায়
অন্য সব প্রতিকার।

তফশীল হিসাব
খাজানা—জীবন ধন
সেস—পুত্র পরিজন,
সুদ—তার যা কিছু সঞ্চিত।

চৌহদ্দী
উত্তরেতে রুক্ষ কেশ,
দক্ষিণেতে পাদ দেশ,
পূর্ব্বে প্লীহা পশ্চিমে যকৃৎ।

সত্যপাঠ
আমি ব্যাধি ম্যালেরিয়া প্রকাশ করিনু এই—
আর্জীর লিখিত যত তথ্য
জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে স্বাক্ষরিনু আদালতে
সব মিথ্যা কতকাংশ সত্য।

এক লক্ষ টাকা দান

সংবাদপত্রে প্রকাশ—বহরমপুর মিউনিসিপালিটির রাস্তা সমূহের উন্নতিবিধানের ও অফিস ভবনগুলির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত মিউনিসিপালিটিকে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

তুলসীবিহার মেলা

—০—

অন্যান্য বৎসরের মত বৈশাখী সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন স্বর্গীয় দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরকে রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীতে আনা হইয়াছিল। এই মেলায় রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চল হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। যাত্রিগণের থাকিবার বা গাড়ী রাখিবার কোন স্থান না থাকায় তাঁহাদিগকে খুব কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। এই প্রখর রৌদ্রতাপে অনাচ্ছাদিত স্থানে রান্না করিয়া খাওয়া যে কত কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে পারিবেন না। রঘুনাথগঞ্জ থানার ঘাটে ও মঠতলা ঘাটের বটগাছের তলে অনেকে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঝড়বৃষ্টি না হওয়ায় অনেকটা মঙ্গল হইয়াছে, নচেৎ যাত্রিগণের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

—০—

গত ১০ই মে মঙ্গলবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের বৈঠকে পরবর্ত্তী ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগের জন্য চ্যান্সেলারের নিকট তিনজনের নাম সুপারিশ করা হয়। ঐ তিনজন হচ্ছেন ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

তিনজনের উপর ভোট গ্রহণ করিলে ডাঃ মিত্র—১৫, অধ্যাপক সিদ্ধান্ত—১৪ ও অধ্যাপক বসু—১৪ ভোট পান।

বিদায়ী ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ডাঃ ঘোষের পদত্যাগপত্র ৩১শে বৈশাখ হইতে কার্য্যকরী হবে।

নূতন ভাইস চ্যান্সেলার তাঁর কার্য্যভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত সেনেটের প্রবীণ সদস্য শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষকে ভাইস চ্যান্সেলারের কার্য্য পরিচালনার জন্য সিণ্ডিকেট ক্ষমতা প্রদান করেন।

Notice.

Applications are invited for re-settlement of Pachwai shops at (1) Kandra P.S. Bharatpur in Kandi 'B' circle and at (2) Eroali P.S. Khargram in Kandi 'A' circle of this district.

Applications should reach the undersigned on or before the 6th June, 1955 and must have a Court fee stamp of annas twelve affixed on it.

Further particulars will be available in Excise Office Berhampore.

Sd/- G. Halder,
For Collector, Murshidabad.

পরলোকে বিজয়রত্ন মজুমদার

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সকালে কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বিজয়রত্ন মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইতে অসুখে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার শবাধারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হইতে পুষ্পমাল্য ও স্তবক অর্পিত হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ—গত ১৬ই মে প্যারিস আদালতে বরোদার মহারাণী সীতা দেবী তাঁহার স্বামী বরোদার প্রাক্তন গাইকোয়াড় প্রতাপসিংজীর সহিত আইন সম্মত বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা জানান। প্রাক্তন গাইকোয়াড়ও তাঁহার উকিলকে লইয়া বিচারপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন।

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের নামে রাস্তা

দক্ষিণ কলিকাতাস্থ রসা রোডের একাংশ পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর নামে নামকরণ করা হয়েছে।

চড়কডাঙ্গা হতে টালীগঞ্জ রেলব্রীজ পর্য্যন্ত রসা রোডের অংশকে উক্ত নামে অভিহিত করার সিদ্ধান্ত কলিকাতা পৌরসভা কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বেই গৃহীত হওয়া সত্বেও এতাবৎ তা কার্য্যকরী করা হয় নাই। নূতন মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং ইতিমধ্যেই 'ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড' নাম-ফলক উক্ত রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়েছে।

বহরমপুর—গঞ্জামে

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যথারীতি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলালের দর্শন-প্রার্থীদের সমাবেশে অধিবেশনে ভীড়ও কম হয় নাই। সভাপতি ধেবর কংগ্রেস কর্ম্মীদের চারিটি কথা মনে রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন,—(১) দশ বছরে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, (২) দশ বছরে মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত বনিয়াদী শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, (৩) ১৫ বছরে জনপ্রতি আয় দ্বিগুণ করিতে হইবে, এবং (৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ দিতে হইবে। ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর হইতে এ যাবৎ এই কয়টি প্রতিশ্রুতির কথা লোকে শুনিয়া আসিতেছে। কাজে কি হইল জানিতে চাহিলে সব সময়েই এক উত্তর—হইবে, হইতেছে, সবুর কর, এই হইল বলিয়া। লোকে এটুকু বুঝিয়া গিয়াছে যে, নির্ব্বাচনে যে বিপুল অর্থ-ব্যয়ের ব্যবস্থা কংগ্রেস করিয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে তুলিবার মত উৎসাহ সৃষ্টির ক্ষমতা তাহার নাই, মুরুব্বী ধনিক গোষ্ঠীর পকেট হইতেই ওটা আনিতে হইবে, তার জন্য দেশের লোকের পকেট কাটিবার ছাড়পত্র মুরুব্বীদের দিতে হইবে। যতদিন কংগ্রেসের মুরুব্বী পরিবর্ত্তন না হইবে, যতদিন টাকার জন্য কংগ্রেসকে কতকগুলি হাঙ্গরের উপর নির্ভর করিতে হইবে, ততদিন সশস্ত্র পুলিশের আড়াল হইতে সোসালিজমের বুলি শোনাই সার হইবে।

ফাষ্ট কেলাস ছেলের থার্ড কেলাস বাবা

সাহেব ছেলে—একখানা রিক্স করে এলে কি দোষ হতো? এই মূর্ত্তি সহরময় লোককে দেখিয়ে আমার মুখে চূণকালি দিলে?

বাবা—আমি অক্ষম না পর্দ্দানসীন যে মাইল খানেক রাস্তা হেঁটে আসতে পারবো না।

ছেলে—আমার যে মান সম্মান আছে তা জান না।

বাবা—সরকারী টাকা ভেঙে, জেলে গেলে মান সম্মান বাড়বে বেশী। তোর মায়ের কান্নায় পোঁতা টাকা তুলে এনেছি। যেমন এসেছি তেমনি যাচ্ছি। তোর কোন্ বাবা তোকে রক্ষা করে দেখবো।

ছেলে—বাবা! তোমার দুটি পায়ে ধরি ফিরে যেও না। মারা যাবো।

বাবা—পরের টাকা ভেঙে নবাবী করতে লজ্জা করেনি। তোর মেম সাহেবের বাবার কাছে যা সেই দিবে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৫৫২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৴৹ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। ... প্রার্থনী

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত